

# বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট ও উন্নয়নশীল দেশসমূহ

জয়ন্তী ঘোষ

সমগ্র বিশ্বে পুঁজিবাদ নজিরবিহীন এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। এবার তা কোনদিকে মোড় নেয় সেটি দেখার। পুঁজিবাদের নবতম পর্যায়টির বহুদিক এখনও উন্মোচিত হয়নি। তার সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে এখনি কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃত অর্থনৈতিক ধ্বস যাকে অর্থনীতির পরিভাষায় বলে ‘মিন্স্কি মোমেন্ট’ তা এড়ানো গেছে। কিন্তু আর কোনো ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বিশ্বের বৃহৎ শিল্প - অর্থনীতি অনিবার্যভাবেই গভীর সংকটের মুখে পড়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলি এই ধ্বসে জড়িত না হলেও সঙ্গত কারণেই এর প্রভাব তাদের উপরও পড়তে বাধ্য।

আর্থিক নীতি নির্ধারকদের পক্ষে আমেরিকার বা অন্যত্র এই ধ্বসের আগাম সতর্কতা বা আভাস দেওয়া কোনো অসম্ভব ব্যাপার ছিল না, যদি তারা সাম্প্রতিক কালে আমেরিকা সহ বৃহৎ ধনতান্ত্রিক দেশ সমূহে সামঞ্জস্যহীন অর্থনীতির বাড়বাড়ন্ত খুব ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন। ১৯৮০ - ৯০'র দশকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণহীনতা এবং সকল কিছু জ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও সচেতনভাবেই সেই সব প্রতিষ্ঠান গুলিকে অর্থ সরবরাহ হল এই অবস্থার আসল কারণ।

আর্থিক উদারীকরণের ফলে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান যে কেবল চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে তাই-ই নয়। তাদের অস্বচ্ছ লোভাতুর কর্মপন্থতি সর্বনাশের ইঞ্জিতকে হয় বুঝতে দেয়নি, না হলে সবকিছু জেনেবুঝেই তারা ভান করছে। কিন্তু পদস্থ ব্যক্তিবর্গ তথা বাজার বিশ্লেষণকারীরা আগেভাগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তারা বলেছিলেন যে, আর্থিক ঐসব কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানগুলির আরও দক্ষতা অর্জন করা যেমন প্রয়োজন, ঠিক তেমনি তাদের উপর নিয়ন্ত্রণও প্রয়োজন। তা না হলে তাদের ব্যর্থতা ভবিষ্যতে সাংঘাতিক লোকসানে ফেলাবে।

আমেরিকাতে বৃদ্ধদের মতো যে সঙ্কয় আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল তা সমগ্র বিশ্বেকে আকৃষ্ট করেছিল। দরিদ্রতম উন্নয়নশীল দেশও তার বাইরে ছিল না। অবস্থা এমনই হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল অন্তত পাঁচ বছরের জন্য যেন দক্ষিণের আর্থিক উৎস সমূহ উত্তরে স্থানান্তরিত হয়েছিল।

এইসব উন্নয়নশীল দেশসমূহের বিনিয়োগকারীরা তাদের অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমস্যাগ্রস্ত মার্কিন দেশে স্থানান্তরিত করেছিল। শুধু ব্যক্তি পুঁজি নয় সেসব দেশের কর্মীদের পেনশন তহবিলও ঢুকে পড়েছিল। আজ তা চরম সংকটে ভুগছে। মালয়েশিয়া আর চিলি তাদের মধ্যে মুখ্য।

যে কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য তা হল, ব্যাঙ্ক, বণ্ঠিক কোম্পানি ও সুরক্ষাপ্রদানকারী যতগুলি সংস্থা রয়েছে তাদের সমস্যা বেড়েই চলেছে। এই সমস্যা যতই বাড়ছে তাদের গতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো তত স্থবিরতার সৃষ্টি করছে। ইতিমধ্যেই তাদের ঘোষিত ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে ব্যাপক। শুধু তাই নয়, এর জেরে একাধিক বৃহৎ কোম্পানি ধ্বসে পড়েছে নিদারুণভাবে। এই ধ্বস থেকে তাদের বের করে আনার জন্য বিশাল অঙ্কের অর্থ যোগানের কথা ঘোষিত হয়েছে। এটা পরিষ্কার যে ধনবাদী অর্থনীতি ক্রমশ তলিয়ে যাওয়ার প্রান্তে। আগ্রাসনকামী অর্থনৈতিক সম্প্রসারণই একমাত্র পারে তাকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে।

চলতি এই সংকটের মোকাবিলায় যে পন্থতিগুলোকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেগুলির কোনোরকম কাজের কথা বা প্রকৃত উপায় হতে পারে না। প্রথম, বাজারি অর্থনীতি বা অর্থব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণহীনতা—তা ভাঁওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। দ্বিতীয়, নৈতিক সংকটের চিত্র আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কীভাবে এই সংকট মোকাবিলা করা হচ্ছে তা আর তৃতীয় বিষয়টি হল বিশ্ব অর্থনীতি, বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর ব্যাপক প্রভাব।

## অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণহীনতা

বিগত দুই দশকে অর্থনৈতিক উদারবাদের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল মূলত দুটি ধারণা থেকে প্রথম, দক্ষ বাজারের ধারণা কিছু অর্থনীতিবিদ ও লগ্নিকারীকে আকৃষ্ট করেছিল। এই ধারণার প্রধান ভিত্তি ছিল দক্ষ অর্থনৈতিক বাজার যৌথ উদ্যোগপ্রসূত। সুতরাং বিনিয়োগকারীদের কাছে তা ইতিবাচক বার্তা বহন করে। দ্বিতীয় ধারণা হল, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিশেষত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের স্বার্থেই যথেষ্ট ভার বহনে সক্ষম ও নিজের বাজারকে নিয়ন্ত্রণে তারা বেশি মাত্রায় বিশ্বস্ত। তাই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মতো বাইরের কোনও নিয়ন্ত্রণ রাখা অর্থহীন। এই ধারণাদুটি এখন অচল প্রতিপন্ন হল। বরং ধ্রুব সত্যে পরিণত হল যে, নিয়ন্ত্রণহীন বাজারে এমন কিছু দ্বন্দ্ব, লুকিয়ে থাকে যা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার বিনিয়োগের ধরণ ও পন্থতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এমন কিছু ব্যাঙ্কিং কারবার থাকে যা নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে সমগ্র অর্থনীতিই মুখ খুবড়ে পড়তে বাধ্য। সুতরাং এরকম ব্যবস্থা কখনও নির্ভরশীল হতে পারে না। মুশকিলটা হল, এই সমস্যা এখন আর কেবল উন্নত দেশগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অর্থনৈতিক সুনামির মতো আর্থিক সংকট আমেরিকা থেকে এখন উন্নয়নশীল দেশগুলিকেও স্পর্শ করেছে। সঙ্কয় ও বিনিয়োগের উপর যে প্রভাব পড়েছে তা সমাজকে স্পর্শ করবে না এতো হতে পারে না। ঘূর্ণায়মান চক্র সমাজ ও অর্থনীতির প্রতিটি স্তরকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। তা সে কৃষিক্ষেত্রই হোক বা মধ্যবিত্তের সাধারণ বিনিয়োগ বা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিটি স্তরেই।

আর্থিক উদারবাদের ফল যা-ই হোক না কেন, একথা সত্য যে এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নগদ অর্থের সমস্যা, এই অস্থিরতা কিন্তু একদিনে বা হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়নি। বরং বলা যেতে পারে কয়েক দশক ধরে অর্থনৈতিক বিনিয়ন্ত্রণজনিত অর্থনৈতিক যে কর্মকাণ্ড তার অনিবার্য ফল। আর দিশাহীন এই কর্মকাণ্ডের হোতা বা নায়ক আমেরিকা।

১৯৯৭ সাল থেকে যখন এশীয় দেশগুলিতে সংকট দেখা দেয় তখন আমাদের একটি সাধারণ ধারণা ছিল এই যে ম্যাক্রো স্তরে সাউন্ড পলিশি গ্রহণ করা যেতে পারে যদি অর্থের যোগানকে আরও উদারীকরণ করা যায়। দেরিতে হলেও এই চিন্তা আমাদের মাথায় এসেছিল যে, সরকারি আর্থিক ঘাটতি বাজেটের যে পরিকল্পনা তা একমাত্র ম্যাক্রো অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতার মূলে। কিন্তু এক্ষেত্রেও মূল বিষয়টি অধরা থেকে যায়। কোনো দেশে অনিয়ন্ত্রিত পুঁজির আসা বা বাইরে যাওয়া কোনও অবস্থাতেই কোনও সরকারের পক্ষে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং, অর্থনীতির নিয়ম মেনে চলতি ঘাটতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পুঁজির আগমনে। সেই হিসাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণকে ঐ ভাবে না দেখে আর্থিক উন্নয়নকল্পে একটি প্রকরণ হিসাবে দেখা যেতে পারে। উদারবাদী নীতির আর একটি ভয়াবহ দিক হল তার পক্ষপাতমূলক আচরণ যা অর্থনীতির বিচারে কাম্য নয়।

বলা হয় ঘাটতি বাজেট বা আর্থিক নিয়ম দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এ এক অতিকথন মাত্র। সরকার নিয়ন্ত্রক হিসাবে থাকলে আসলে ব্যক্তিগত বৃহৎ বিনিয়োগকারীদেরই আশংকা বাড়ে তাই তারা চায় সরকারি নিয়ন্ত্রণবিহীনতা। এই নিয়ন্ত্রণবিহীনতা কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প কর্মক্ষেত্রের বৈচিত্র্য প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রভাবিত করে নেতিবাচক ভাবে।

## নৈতিক সমস্যা

আর্থিক সংকট কাপবোর্ড থেকে সকল প্রকার কুমিকে বের করে আনে। এগুলি হল স্থবিরতা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, অনিয়ন্ত্রিত সংকটকে বাড়িয়ে দেয়। যদিও আরো একাধিক কারণ এর সাথে যুক্ত থাকে। অর্থনীতির পলপ্রোভ ডিঙ্গনারি মোরাল হাজার্স বলতে

বুঝিয়েছে “actions of economic agents in maximizing their own utility to the detriment of others, in institutions where they do not bear the full consequences.” আর্থিক বাজারে এই সকল সমস্যা বিশেষভাবে পরিপক্বতা অর্জন করে। কারণ, এই সকল বাজারে যে-কোনোভাবে হোক যারা অংশগ্রহণ করেছে তাদের অসত্য ছবি দেওয়া হয়ে থাকে তথ্য প্রযুক্তির কারিকুরিতে। আমেরিকার ক্ষেত্রে এই দিকটি বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে। ওয়াল স্ট্রিট ব্যাঙ্ক সমেত বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংকট এইভাবেই তৈরি হয়েছে। যখন ব্যাঙ্ক কোলাপ্স করে তখন এর ২৬,০০০ কর্মী তাদের কাজ হারায় এবং চলতি বাজার ব্যবস্থার সংকটের জন্য এদের বেশিরভাগই বিকল্প কর্ম সম্মানে অনুপায়। অবশ্যই আমেরিকাতে যা হচ্ছে এখন তা ১৯৯০ ও ২০০০ সালের প্রথম দশকে বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তে চলমান ঘটনার উৎসমুখ। সুতরাং এটি অনিবার্য যে, আমরা এক ‘ভিন্ন বিশ্ব অর্থনীতি’র দিকে এগোচ্ছি। যেখানে সরকারের ভূমিকা প্রশংসিত হওয়ার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আমেরিকার এই অর্থসংকট, ফলে গোটা দুনিয়া বিপর্যস্ত।

### উন্নয়নশীল বিশ্বের উপর এর প্রভাব

বিগত সপ্তাহগুলি একথা জোরের সাথে প্রমাণ করেছে যে উন্নয়নশীল দেশগুলি শিল্পনির্ভর দেশগুলি অপেক্ষা অনেক কম প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন, বিশেষত যে ঝড় উঠেছে অর্থনৈতিক বাজারের সংকট থেকে। নিউইয়র্ক বা ইউরোপের স্টক মূল্য যেভাবে রোলার চালিয়েছে অর্থ ব্যবস্থার উপর উন্নয়নশীল বিশ্বেও একই ফল দেখা গেছে। এ যেন বা ১৯২৩-৩০ সালের মহামন্দার সাথে তুলনীয়। যদিও উন্নয়নশীল দুনিয়ার ধারণা ছিল খানিকটা অন্যরকম। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলা যায়, আর্থিক উদারীকরণের ফল।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে ব্যক্তি পুঁজির বিনিয়োগ কমে যাওয়া এর একটি মধ্যকালীন ফল বলা যেতে পারে। বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিনিয়োগ করার খিঁদে এই মুহূর্তে লক্ষণীয়ভাবে কমে গেছে। স্টক এক্সচেঞ্জে তার প্রভাব পড়েছে। কিন্তু এর ফলে তাৎক্ষণিকভাবে পুঁজি সরিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন ছাড়াও অন্য একটি দিক আছে, সেটি হল উন্নয়নশীল দেশগুলি প্রকৃত অর্থে নগদ ব্যবহারের পরিবর্তে ফরেন এক্সচেঞ্জের উপর বেশি নির্ভর করে। এইভাবে সেখানে এক অন্য ছবি দেখতে পাওয়া যায়, যেখানে দক্ষিণ থেকে উত্তর বিনিয়োগের নামে বিরোধী স্রোত বইতে দেখাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, মুক্ত জাতীয় বাজারে ধনী দেশ থেকে দরিদ্র দেশে বিনিয়োগ আসে অধিক ফল লাভের আশায়।

উন্নয়নশীল দেশে পুঁজির কম বিনিয়োগ নিঃসন্দেহে একটি দুঃসবাদ। কিন্তু তা প্রয়োজনীয়ভাবে সত্য নাও হতে পারে, কারণ, পূর্বে যে পুঁজি এসেছিল তা যে সর্বদাই উৎপাদন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল। যা প্রমাণ করে যে, তার জন্য তাদের যে মূল্য দিতে হয়েছে পরিমাণের বিচারে তা ভয়ংকর হতে পারে। এইভাবে কিছু উন্নয়নশীল দেশ যেমন এর দ্বারা ক্ষতিকর প্রভাবের সম্মুখীন হতে পারে, আরার এমন উন্নয়নশীল দেশ আছে যারা এই মন্দার বাজারে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার উৎস ধরে রাখতে ব্যস্তপরিবর, যার ফলে তারা ছয়বেশে উপকৃত হচ্ছে। কিন্তু উন্নয়ন দেশগুলির সংগঠন জি-এইট মুখে যাই বলুক না কেন উন্নয়নশীল দেশগুলির এই আপৎকালীন সময়ে ঋণভার কমাতে তারা অত্যন্ত অল্পই উদ্যোগ করেছে। শুধু তাই নয় বিদেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কর্মীরা যে অর্থ তাদের দেশে রেমিট্যান্সের আকারে পাঠাতেন যা ফরেন এক্সচেঞ্জের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে বিবেচিত হত, ২০০৮ সালে আমেরিকা ক্ষেত্রে তা কমে গেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভারতে আমেরিকা থেকে যেপরিমাণ রেমিট্যান্স আসত, তা কমেতে শুরু করেছে।

বিশ্ব অর্থনীতির নিম্নগামিতার আরও এক প্রতিফলন হল, রেমিট্যান্সের মতো পণ্য রপ্তানি ও পরিষেবামূলক আদান প্রদান কমে যাওয়া। প্রতিটি উন্নয়নশীল দেশের কাছে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ - পণ্য রপ্তানি ক্ষেত্রে। যেহেতু প্রায়ই দেশগুলিতে এখন সংকোচনের পালা চলছে, সেহেতু রপ্তানি বাজার অচিরেই সংকুচিত হয়ে পড়বে। একথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে যে চীন আগামী দিনে তার শক্তিশালী উত্থান প্রত্যক্ষ করবে বিকল্প বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে। কিন্তু বিশ্ব - অর্থনৈতিক মন্দার ফলে চীনের উত্থান অনিশ্চিত। এর একাধিক কারণ থাকতে পারে।

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আর্থিক মন্দার একটি অতিরিক্ত কুফল হল, কোনও বৃহৎ প্রোজেক্ট বা শিল্প গঠন পরিত্যক্ত হতে পারে। কারণ, তার লাভের দিক সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছে না। এর নেতিবাচক ফল আবার একাধিক। বাস্তু বা পরিকাঠামো নির্মাণ ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই প্রভাবিত হয়েছে। উদ্যান শিল্পও প্রভাবিত। পর্যটন ও পরিষেবা ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। পণ্য রপ্তানিকারক দেশগুলির তুলনায় পণ্য আমদানিকারক দেশগুলির অবস্থা অনেকটাই আরামপ্রদ। প্রাকৃতিক তেলের দাম অসাধারণ বৃষ্টি ফাটকা বাণিজ্যকে প্রশ্রয় দিয়েছে। হঠাৎ করে কমেতে শুরু করেছে তেলের দাম, যা অন্য পণ্য সামগ্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অবশ্যই এই অর্থনীতির বিশ্বব্যাপী নাটকে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর প্রভাব রয়েছে। কারণ, এই অর্থনৈতিক সংকটের একাধিক সমাধান আছে এবং এটি একটি এমন সংকট যার গর্ভগৃহ পুঁজিবাদের জঠরে। আমেরিকা থেকে উৎসারিত এই সংকট একটি এমন দিশা নির্দেশ করছে যা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ভবিষ্যতে বিশ্ব আর্থ - রাজনীতির পরিবর্তন আসন্ন। এটি কেবল ওয়াশিংটনের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত একটি বাণী নয় বরং ইউরোপীয় ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

### কী করা উচিত ?

প্রত্যেকেই এই মর্মে সহমত পোষণ করেছেন যে, প্রচলিত আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থার সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। এই অর্থব্যবস্থা যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রথমটি হল বর্তমান অর্থনীতির অস্থিরতা ও সংকট মোচনে এই সিস্টেমের ব্যর্থতা। দ্বিতীয়ত, সম্পদশালী অর্থনীতি থেকে দুর্বল অর্থনীতিতে সম্পদ হস্তান্তরে এর ব্যর্থতা। সুতরাং এই ব্যবস্থার এমন কিছু আনুষঙ্গিক ত্রুটি আছে বলে এই সিস্টেমের মধ্য থেকে উন্নততর বিকল্প ব্যবস্থার অন্বেষণ মোটেই সহজ কর্ম নয়। ফলত এই ব্যবস্থার পরিপূর্ণ বর্জনই এখন বাঞ্ছনীয়।

চলমান ব্যবস্থাকে বর্জন করে বিশ্ব অর্থনীতিকে স্থিতিশীল করতে হলে নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত। প্রথমত, রেটিং এজেন্সিগুলি বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যেভাবে ঢালাও সার্টিফিকেট দিচ্ছে, তাদের সেই আধিকার বাতিল করে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ পূর্ণমাত্রায় কয়েম করতে হবে।

দ্বিতীয়, পুঁজির মালিকরা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে ঠিকই কিন্তু পুঁজির মালিকদের প্রবল চাপের হাত থেকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে। একমাত্র সামাজিক মালিকানাই (Social Ownership) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত করতে পারে। আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতার স্বার্থে আংশিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণও অত্যন্ত জরুরি। বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এই নিয়ন্ত্রণ একান্ত কাম্য। শুধু তাই নয় ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের যে অধিকার তার উপরেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের লাগাম ধরতে হবে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ছাড়া কোনও দেশই শিল্পায়নের বনিয়াদ রচনা করতে পারে না।

তৃতীয়ত, Real Economic Sector-এ অনুৎপাদনশীলতার মন্দাগতি উন্নয়নের রথকে স্তম্ভ করে দিয়েছে। অনুৎপাদনশীল অর্থনীতির দুর্বল ভিতের উপর শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই কারণে Real Economic Sector-এ সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে হবে। চতুর্থক, উপরোক্ত সমাধানসূত্রগুলি কার্যকর হতে পারে এমন একটি আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গঠন করতে উদ্যোগী হতে হবে এবং এই নতুন ব্যবস্থায় মূলধনের যোগানকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে তা উপরোক্ত কৌশলগুলির কোনওটিকে অস্থিতিশীল করতে না পারে।